তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ৩য় বর্ষ ❑ ৩য় সংখ্যা ❑ সেপ্টেম্বর ২০১২ ❑

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রতি তথ্য প্রদানের নির্দেশ

তথ্য কমিশন বাংলাদেশ গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে শুনানির আয়োজন করে। এ দিন মোট ৬টি অভিযোগের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

রাশিদা ইসলাম এর (৪৯ নং) অভিযোগ দিয়ে সকালে শুনানি কার্যক্রম শুরু হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম'কে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের মধ্যে ৪৭/৪৮ নং দেওয়ানগঞ্জ কমিউটার ট্রেনটির লিজের জন্য দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য আবেদনকারী রাশিদা ইসলাম'কে প্রদানের নির্দেশ দেয়। এরপর চৌধুরী মো: ইসহাক আইনজীবির মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য না পেয়ে পুন:অভিযোগ করার বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন। সোনালী ব্যাংক আওলাদ হোসেন মার্কেট শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বেলাল হোসেন আহম্মেদ সিনিয়র আইনজীবি আবদুর রাজ্জাক খান এর মাধ্যমে জবাব দেন। কমিশন উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের পুন:নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে রুগ্ন শিল্প চিহ্নিত করে সরকার যে থোক বরাদ্ধ দেয় তা যেসব প্রতিষ্ঠান লাভ করেছে তার তালিকাসহ আনুষাঙ্গিক তথ্য চেয়ে চৌধুরী মো: ইসহাক আবেদন করেন। আইনের বিধি মোতাবেক তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে তিনি আপীল এবং অভিযোগ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য প্রদান করার কারণে তিনি পুন:অভিযোগ করেন। তার প্রেক্ষিতে আদালত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে অডিট রিপোর্ট প্রদানের পুন:নির্দেশ দেয়। সবশেষে শুনানির জন্য কমিশনে উত্থাপন করা হয় মেটলি চাকমা'র অভিযোগ। এখানে কমিশন প্রশিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ) জাহাবাবী রিপন-এর বিরুদ্ধে মেটলি চাকমা আনীত অভিযোগের শুনানি করে। জনাব রিপন প্রশিকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং মেটলি চাকমা'র আবেদনের বিষয়ে অবগত না থাকার কথা জানান এবং তথ্য প্রদানের জন্য ১ মাস সময় চান। ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মো: আবু তাহের ও তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত দেন। আর তথ্য না থাকলে লিখিতভাবে তা আবেদনকারীদের জানাতে পরামর্শ দেয়া হয়। অন্যথায় আইন অনুযায়ী জরিমানাসহ বিভাগীয় পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হবে বলে তাদের সতর্ক করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের খবর

রাজশাহী

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সদস্যদের দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ৩-৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর ব্যবহার" বিষয়ে এক ফলোআপ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন এনিমেটর ইলিয়াস মারান্ডি সহ দলের অন্যরা অংশগ্রহণ করেন। কাঁকন হাট পৌরসভার স্থানীয় পারগানা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর আরটিআই প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম। প্রকল্পের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা তাকে সহায়তা করেন।

তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহার বিষয়ক ফলোআপ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সুরাইয়া বেগম শুরুতে প্রকল্পের কাজের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি তথ্য অধিকার আইনের প্রচার ও প্রসারে রিইবের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা এবং তথ্য অধিকার আইন ও এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা তুলে ধরেন এবং সেসব দুর করার লক্ষ্যে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার কথা জানান।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বর্তমান বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ভূমি সমস্যা, নিরাপদ খাবার পানির অভাব, আদিবাসীদের খাস পুকুর ব্যবহারে সমস্যা, প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। আর সমস্যার মূলে সঠিক তথ্য না জানাকে দায়ী করেন। তারা মনে করেন সঠিক তথ্য সমস্যা সমাধানে আসল উপায় খুঁজে পেতে সাহায্য করে। এসব সমস্যা সমাধানে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে তার উপর আলোকপাত করা হয়। তখন অন্য এলাকার তথ্য কর্মীদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়। এর ফলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা আইনের ব্যবহার ও কার্যকারিতার বিষয়ে আরো স্বচ্ছ ধারণা পান।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করে হাতে কলমে নতুন ফরম অনুযায়ী তথ্য আবেদনপত্র লিখন ও ফলোআপ বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। শুধু সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী হিসেবে নয়, দেশের নাগরিক হিসেবে সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা স্থাপনের লক্ষ্যে এই আইন ব্যবহারে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। সাঁওতালদের মধ্যে কোথায় কোথায় দুর্বলতা আছে সেগুলো নিয়ে নিয়মিত আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের উপায় নিজেদেরই সংঘবদ্ধভাবে খুঁজে বের করা উচিত। এই কাজটি যত নির্ভুলভাবে করা যাবে ততোই সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে প্রশিক্ষণে মত প্রকাশ করা হয়।

রিইবের RTI প্রকল্পের সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর তথ্য আবেদন প্রদানের চিত্র

গণগবেষণা দল	এলাকা	তথ্য আবেদনের সংখ্যা বিবরণী (জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০১২)			
		আবেদন	জবাব প্রাপ্তি	আপীল	অভিযোগ
ছাত্র	ঢাকা	৮৪	২৯	০৭	০৩
নারী ও শ্রমিক	ঢাকা	৩৬	২২	০০	০০
ছাত্র ও নারী	খাগড়াছড়ি সদর	৭৩	৩১	২৫	১৩
ছাত্র, নারী ও শ্রমিক	গোদাগাড়ী	৪০	২১	০২	০০
ছাত্র ও শ্রমিক	সৈয়দপুর	১১০	৭৫	০৩	০৩
নারী	সৈয়দপুর	৬৪	৪৪	০৫	০১
ছাত্র, নারী ও শ্রমিক	সৈয়দপুর	৭৯	৩৬	১৮	০১
ছাত্র, নারী ও শ্রমিক	লৌহজং	৩৭	২০	০০	০০
মোট		৫২৩	২৭৮	৬০	২১

সূত্র: জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০১২ সময়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রণীত ছক

সৈয়দপুর উপজেলার কামার পুকুর ইউনিয়ন পরিষদ: স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সূচনা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করতে শুরু করেছে। এই কাজে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করছে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ।

প্রাথমিকভাবে জনগণের সামনে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ করে। পরিষদের প্রাঙ্গনে উন্মুক্ত বোর্ডে বাজেট প্রদর্শনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় রিইবকে ধন্যবাদ জানিয়ে কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব জিকো আহমেদ বলেন, জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজেট উন্মুক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, পর্যায়ক্রমে পরিষদের আরো অনেক তথ্য জনগণের কাছে উন্মোচনের ব্যবস্থা করা হবে যাতে তারা জানতে পারে। এজন্যে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

জনগণের সামনে কামারপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ এর বাজেট উন্মোচন: স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সূচনা

আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি ইউনিয়ন পরিষদে সচিব না থাকার কারণে কার্যক্রম পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা জানান। রিইবের সহকারী পরিচালক সুরাইয়া বেগম এ কাজে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার নিয়ে অন্যান্য সংগঠনের কর্মকান্ড

এক. তথ্য অধিকার ফোরামের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১২ তথ্য অধিকার ফোরামের আয়োজনে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গনে তথ্য মেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মো: আবু তাহের, তথ্য কমিশনার অধ্যাপক সাদেকা হালিম, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী

তথ্য অধিকার ফোরাম আয়োজিত আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১২ উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য মেলা ও আলোচনা সভার উদ্বোধন

পরিচালক শাহীন আনাম সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেটিক্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআইডি) এর নির্বাহী প্রধান সাঈদ আহমেদ। আলোচনা সভা শেষে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। মেলায় রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব) সহ মোট ৩১ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও তথ্য অধিকার বিষয়ে নাটক ও গান পরিবেশন করে টিআইবির ইয়েস গ্রুপ, ব্র্যাক ও নিজেরা করি সংস্থার কর্মীবৃন্দ।

দুই : আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে খাগড়াছড়িতে তথ্য মেলার আয়োজন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ (টিআইবি) গত ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে খাগড়াছড়ি শহরে তথ্য মেলা ও র‍্যালীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এমপি। খাগড়াছড়ি টাউন হল প্রাঙ্গনে এই তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাড়া ট্রাস্ট, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, ব্র্যাক, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, আলাম, জেলা সমাজসেবা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খাগড়াছড়ি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। পাড়া ট্রাস্ট এর সমন্বয়কারী রিপুল চাকমা'র নেতৃত্বে ২০/২৫ জন তথ্য কর্মী এতে অংশ নেয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১২ উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে আয়োজিত তথ্য মেলা ও র‍্যালী

মেলায় বিভিন্ন পেশাজীবি লোকজনের আগমন ঘটে। এসময় পাড়া ট্রাস্ট কর্মীরা সমাগত লোকজনদের তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনান এবং রিএব-এর তথ্য অধিকার বার্তা সহ নানা প্রচারপত্র বিলি করা হয়। মেলার সমাপনী দিনে নৌ ও পরিবহন মন্ত্রী জনাব এ, কে, এম শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে টিআইবি দুর্নীতি বিরোধী নাটক প্রদর্শন করে।

তিন : নীলফামারীতে ডেমোক্রাসিওয়াচের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী

ডেমোক্রাসিওয়াচ গত ২৩-২৬ তারিখ পর্যন্ত নীলফামারীতে খোকশাবাড়ী ও রামনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীর আয়োজন করে। এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আইন অনুসারে জনবান্ধব হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দায়িত্বপালন করা। এই অনুষ্ঠানে রিইব-এর সহকারি পরিচালক সুরাইয়া বেগম রিসোর্স পার্সন হিসাবে মূল দায়িত্ব পালন করেন। কর্মসূচী শেষে অংশগ্রহণকারীরা স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিকদের শুভ উদ্যোগ

এক: একটি তথ্য আবেদন: ঢাবি'র জিয়া হলে ক্যান্টিন চালু ও খাবারের মান বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হল ক্যান্টিন প্রায় তিন মাস যাবত বন্ধ থাকায় ছাত্রদের খাবার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ কারণে অনেক ছাত্র হল ছেড়ে মেস ও সাবলেটে উঠতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই অনিয়মের বিরুদ্ধে সাধারন ছাত্ররা প্রতিবাদ করতে ভয় পেত। গত জুলাই ২০১২ তে গণগবেষণা দলের এক সভায় জিয়া হল ক্যান্টিনের এই সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়। তখন সকলে মিলে তথ্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর জিয়া হল ক্যান্টিন যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বন্ধ করা হয়েছে এবং কবে নাগাদ আবার চালু করা হবে তার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়। আইন অনুযায়ী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের জবাব/উত্তর দিতে বাধ্য থাকলেও ১০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী মো: শামীন হোসেন'কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফোন করেন এবং তাকে অফিসে দেখা করতে অনুরোধ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকায় অফিসে দেখা করা সম্ভব নয় বলে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেন। এরপর তিনি ফোনে বিস্তারিত আলাপ করেন এবং হল ক্যান্টিন বন্ধ রাখার ব্যাপারে লিখিত কোন সিদ্ধান্ত নেই বলে শামীন কে জানান। এজন্যে তিনি তখন শামীন এর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকে হল ক্যান্টিন চালু করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন। অত:পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন অর্থাৎ গত ২৮-০৮-২০১২ তারিখে গণগবেষণা দলের কয়েক জন সদস্যকে নিয়ে শামীন জিয়া হল ক্যান্টিন পরিদর্শনে যান। তখন ক্যান্টিন চালু করার ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পান আর খাবারের মান যাচাই করতে সেদিন নিজেরাও দুপুরের খাবার খান এবং কয়েক জন ছাত্রের কাছে খাবারের মান নিয়ে আলোচনা করেন। অত:পর বুঝতে পারেন যে, খাবারের মান আগের চেয়ে অনেক ভাল। এই ঘটনা প্রমাণ করল যে, তথ্য অধিকার আইন তথ্য পাওয়ার এবং অনিয়ম দূর করার একটি কার্যকর মাধ্যম যা নাগরিকের প্রতিবাদ করার একটি শক্ত হাতিয়ারও বটে।

দুই: তথ্য আবেদনের মাধ্যমে এক গৃহিণীর সঞ্চয় লাভের ক্ষেত্রে বঞ্চনার অবসান

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সঞ্চয়ের টাকা ফেরতের বিষয় নিয়ে খাগড়াছড়িতে ব্র্যাক এর একজন সদস্য তথ্য আবেদন করেন। আবেদনপত্র পাওয়ার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় এক তথ্য কর্মীকে ফোন করে বলেন, "আবেদন করার কি দরকার ছিল, আপনি আবেদন ছাড়াই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। আমি তার পাওনা মিটিয়ে দিতে পারতাম!" উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী আর তথ্য কর্মীর বাড়ি একই এলাকায় হওয়ায় তাকে ফোন করেন। এতে দেখা যায়, আগে যেখানে সঞ্চয় টাকার জন্য গেলে দিনের পর দিন ঘোরানো হতো, আজ সেই জায়গায় অনেক কম সময়ে এবং সম্মানের সাথে সঞ্চিত টাকা সদস্যরা ফেরত পাচ্ছেন। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে এক কালের কঠিন কাজ এখন খুব সহজেই হয়ে যাচ্ছে। এতে তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে আগ্রহ তৈরী হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি সরকারি বেসরকারি অফিসের কার্যক্রমে অনিয়ম দূর হচ্ছে।

তিন: তথ্য অধিকার আইন সরকারি অফিসে স্বচ্ছতা আনতে সহায়তা করে

গরু-ছাগলের চিকিৎসার জন্য সরকারি পশুপালন কর্মকর্তারা কোন প্রকার ফি এবং ঔষধের দাম নিতে পারেন কিনা? গত ২০১০-২০১২ অর্থবছরে সৈয়দপুর উপজেলায় মোট কতটি গরু-ছাগলকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে? উক্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে সরকারিভাবে কত টাকা আয় ও ব্যয় হয়েছে? এবং একই অর্থবছরসমূহে (২০১০-২০১২) সৈয়দপুর উপজেলায় পশু চিকিৎসা বাবদ বিনামুল্যে বিতরনের জন্য কি কি ঔষধ বরাদ্দ এসেছে তার তালিকার কপি পাওয়ার জন্য **রাজু দাস** নামে স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের এক মুচি গত ২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে আবেদন করেন। আবেদন পাঠানোর ১৮ দিন পর উক্ত অফিসের একজন বাড়ির সামনের দোকানে মুন্না ও রাজুদাস'কে চিনেন কিনা তা জিজ্ঞেস করেন। তখন দোকানদার মুন্না দাস'কে ডেকে দেন। মুন্না দাস আসলে তিনি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কার্যালয় হতে তার আগমনের কথা জানান এবং তথ্য প্রদানের বিপরীতে তাকে মূল্য পরিশোধ করার কথা জানিয়ে দেন। তিনি বলেন, আপনাদের তথ্য আবেদনের জবাব নিয়ে এসেছি স্বাক্ষর করে নেন। এরপর রাজু দাস'কেও তথ্য নেওয়ার জন্য ডাকতে বলেন। তখন রাজু দাস'কে স্কুল থেকে ডেকে এনে আবেদনের জবাব প্রদান করা হয়। তখন উপস্থিত সকলের মাঝে উক্ত কর্মকতা বলেন, "আমাদের অনেক কাজ ছেড়ে আপনাদের বাড়ী আসতে হয়েছে"। এরপর থেকে এলাকার লোকজন ভালভাবে বুঝতে পারছে যে, এক সময় সরকারি অফিসে রবিদাস'দের ঢুকতে দেয়া না হলেও এখন বাড়িতে এসে তারা আবেদনের তথ্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

খোকশাবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব বদিউজ্জামান

চার: সরকারি সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় অনিয়ম: সুবিধা পেতে গিয়ে এক সরল বিধবা নারী ভোগান্তির শিকার হলেন

পশ্চিম বেলপুকুর ইউনিয়নের লঙ্কা পাড়ার মমতা নামের এক অল্প বয়সী বিধবা মহিলা গত আগস্ট ২০১২ মাসে পর পর তিন দিন (১৫, ১৬ ও ১৭ তারিখে) সৈয়দপুর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অফিসে যান তার নামে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পের ঋণ বরাদ্দ প্রদানের কথা শুনে। এজন্যে গ্রামে যে কমিটি হয়েছিল তার সদস্যরাও তাকে অফিসে যেতে বলেছিলেন। তাই ঋণ পাবার আশায় তিনি পর পর তিন দিন উক্ত অফিস যান। যদিও প্রতিবারই তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ফলে তিনি ভীষণ ক্ষেপে যান । কারণ ঋণ লাভের জন্য তিনিও অন্যদের মত সঞ্চয় জমা করেছেন। ঘটনার একপর্যায়ে একদিন তিনি রাস্তায় কমিটির সভাপতি'র দেখা পান এবং বিষয়টি জানার জন্য তার সাথে কথা বলেন। এই নিয়ে সেদিন পাড়ায় দারুন হৈ চৈ বেধে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে স্থানীয় তথ্য কর্মী কামরুন নাহার ইরা সেখানে উপস্থিত হন। ঘটনার বর্ণনা শুনে তিনি তখন মমতা'কে এর সঠিক তথ্য জানার জন্য অফিসে তথ্য আবেদন করতে বলেন। কারণ তথ্য পেলেই তবে তার নামে কোন ঋণ বরাদ্দ হয়েছে কিনা তা জানা যাবে। তখন উপস্থিত সকলে ইরা'র পরামর্শ সঠিক বলে রায় দেন এবং কিভাবে তথ্য আবেদন করতে হয় তার প্রশ্ন তোলেন। এসময় ইরা তাকে সহায়তা করার আশ্বাস দেন এবং তথ্য অধিকার আইন দেশে কেন হয়েছে তার ব্যাপারে ধারণা দেন। তিনি বলেন, এই আইন অনুযায়ী দেশের যে কোন নাগরিক সরকারের যে কোন অফিসের কাছ থেকে তথ্য জানতে চাইলে সেই অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য জানাতে বাধ্য। এসময় তিনি তথ্য আবেদনের ফরম সবাইকে দেখান এবং পূরন করে দেওয়ার কথা বলেন। তখন মমতা'কে শুধু সই করলে হবে বলে আশ্বস্ত করেন। এরপর তাকে নিয়ে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসে যাওয়ার কথা বলেন। আবেদন জমা দিলে আজ বা কয়েকদিনের মধ্যেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে তখন সকলকে অবগত করেন। ফরম পূরণ করার সাথে সাথে কমিটির সভাপতি সকলের কাছে মাফ চেয়ে বলেন, "আমি ভুল করেছি। মমতা যে সঞ্চয় দিয়েছে তা আমি জমা দিই নাই। ওর নামে কোন ঋণও হয় নাই। দয়া করে আপনি এই ফরম পূরণ করে নিয়ে যাবেন না"। তখন পাড়ার ছেলেরা আরো ক্ষেপে যান এবং কমিটির সভাপতি খালেকুজ্জামান'কে মারতে সকলে উদ্যত হন। তখন অন্যরা সবাই মিলে ছেলেদের থামান এবং সভাপতি'র কাছ থেকে মমতার টাকা উসুল করে দেন। এরপর পরিবেশ শান্ত হয়। এর ফলে সেদিন তথ্য অধিকার আইনের ক্ষমতার ব্যাপারে লোকজন কিছুটা বুঝতে সক্ষম হন।

পাঁচ : অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সারের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষকদের ভোগান্তি

২৬/৮/২০১২ তারিখে ভূমিবন্দর উপজেলার হাসিমপুর গ্রামে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমিতির উদ্যোগে এক হাট সভা বসে। উক্ত সভায় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় হয়। এতে অন্যদের সাথে তথ্য কর্মী কামরুন নাহার ইরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি কৃষকদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ধারণা দেন। তার কাছে কৃষকরা তথ্য অধিকার আইনের কথা শুনে ইউএনওর কাছে আবেদন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণটা হল- গত ২২/৮/২০২ তারিখে বাজারে বস্তা প্রতি সারের দাম ছিল ১০২৫ টাকা। আর রাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন পরের দিন তা বৃদ্ধি পেয়ে ১১০০ টাকা ধার্য্য করা হয়। এতে স্থানীয় কৃষকদের মাথায় হাত উঠে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তাই দেশে এই আইন হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তখন অনেকে এর কারণ জানার জন্য তথ্য আবেদন করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন। তখন কৃষকদের মধ্যে সাহেদ আলী, নজির উদ্দিন, খালেক মিয়া ও সানাউল হক আবেদন করবেন বলে জানান। তার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল ও সবুজ নামের দুই ইউনির্ভাসিটি ছাত্র তাদের তথ্য আবেদনপত্র লিখতে সহায়তা করেন যা পরের দিন ইউএনও অফিসে জমা দেবেন বলে ঠিক করা হয়।

ছয় : আবেদনপত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র নাম লেখা বাধ্যতামূলক করায় নাগরিকদের তথ্য পেতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে

তথ্য অধিকার আইনে কাজ করার সুবিধার্থে গত জুন ২০১২ মাসে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা চেয়ে তথ্য আবেদন করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে গত ৭ জুন ২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা সরবরাহ করা হয়। সেই তালিকায় খাগড়াছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র নাম উল্লেখ ছিল জনাব সিংহ বিজয় চাকমা। আর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সহকারি কমিশনার জনাব জাকির হোসেন এর নাম উল্লেখ ছিল। উক্ত কর্মকর্তাদের নাম উল্লেখ করে রিপন চাকমা ও অমিক চাকমা গত ২২ জুলাই ২০১২ তারিখে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। এর কিছুদিন পর সিংহ বিজয় চাকমা ফোনে রিপন চাকমাকে জানান যে, তিনি নাকি ২০১০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অন্যদিকে জেলা প্রশাসনে অমিক চাকমার করা আবেদনও ফেরত পাঠানো হয়। ফেরত খামে লেখা হয় তিনি নাকি অনেক দিন আগে ঢাকায় বদলি হয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উল্লেখিত কর্মকর্তাদ্বয় অবসর আর বদলির কারণে বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত নেই। আইন অনুসারে নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়ার বিধান আছে। যদিও এতদিন পর্যন্ত নতুন কাউকে অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। তালিকায় এরকম আরো অনেকের নাম আছে যারা অনেক আগে অবসর কিংবা বদলি হয়েছেন। ফলে দেশে আইন থাকলেও কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে নাগরিকদের তথ্য জানার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ করে যেখানে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের মত একটা জনগুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন সম্প্রসারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার কথা সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই। অন্যদিকে তথ্য কমিশন নতুন আবেদন ফরমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা'র নাম লেখা বাধ্যতামূলক করায় জনগণের তথ্য জানার প্রক্রিয়া সহজ না হয়ে আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই দেশে তথ্য অধিকার আইনের সুফল অর্জনের ব্যাপারে সরকার ও তথ্য কমিশনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন তৈরী হচ্ছে।

ঘোষণা

দেখুন রিইব-এর অংশগ্রহণমূলক আরটিআই ওয়েবসাইট :
www.rib-rtibangladesh.org

আরটিআই হেলপ্‌লাইন সহায়তা : ৯টা-৫টা (ছুটির দিন বাদে)
ফোন নম্বর : ০১৭৬৬ ১৯৪৫৭১

সম্পাদনা : সুরাইয়া বেগম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, **প্রকাশনায় :** রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৯৮৪০৮৩০-১
ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-rtibangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), জার্মানী, website : www.rosalux.de